পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা

নাম : মৌমিতা পাল

বিভাগ : সমাজতত্ত্ব

সেমিষ্টার : ৬ষ্ঠ

পেপার : DSE-4

ক্রমিক নং :1116116-200223

রেজিস্ট্রেশান নং : 1160092 অফ 2020-2021

হলদিয়া সরকারি কলেজ

সূচীপত্র

- কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)
- ঘোষণা পত্র (Certificate of guide)

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম		পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	1. ভূমিকা (Introduction)	ক) সামাজিক সমস্যা	
		খ) সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ	
		গ) পণ প্রথার সংজ্ঞা	
		ঘ) পণপ্রথার ইতিহাস	
		ঙ) পণ প্রথা সম্পর্কিত আইন	
	1.1 বিষয় নির্বাচন (Statement of the problem)		
	1.2 পুস্তক পর্যালোচনা (review of the literature)		
	1.3 গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectivity of the study)		
	1.4 গবেষণার পদ্ধতি (Research methodology)		
	1.5 অসুবিধা (Limitations)		
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis of Data)		
তৃতীয় অধ্যায়	জীবন বৃত্তি (case-study)		
চতুর্থ অধ্যায়	সারাংশ ও উপসংহার(Substance and Conclusion)		
পরিশিষ্ট (Appendix)			
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিকা (Reference)			

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কিছু কিছু ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব হতো না এই গবেষণাটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় এর অধ্যাপক ড: পীযূষ কান্তি ত্রিপাঠী মহাশয় এই গবেষণা টি করার ক্ষেত্রে যেভাবে সাহায্য করেছে তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ যাপন করি ।আমি হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড: হাসিবুল রহমান মহাশয় কে ধন্যবাদ জানাই সম্পূর্ণ গবেষণাটিতে সাহায্য দান করার জন্য এছাড়াও সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ অনন্যা চ্যাটার্জী ও ড: মৌতান রায় মহাশয়া কে এই গবেষণার ক্ষেত্রে যেভাবে সাহায্য করেছে তার জন্য তাদেরও ধন্যবাদ জানাই। সকল উত্তর দাতাদের ধন্যবাদ জানাই যাদের ছাড়া এই গবেষণাটি করা সম্ভব ছিল না । ধন্যবাদ জানাই বিপ্লবী দি সহ মুরাদপুর গ্রামের মায়ের ভবনের সকল বাসিন্দা কে কারণ তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও সাহায্য ছাড়া কখনোই অল্পসময়ের মধ্যে ক্ষেত্র সমীক্ষা টি শেষ করা সম্ভব হতো না। এছাড়াও লাইব্রেরী লাইব্রেরিয়ান কেও ধন্যবাদ যাপন করি যার সাহায্যে কিছু বই এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। বন্ধুদের অসম্ভব সহযোগিতা ছাড়াও তথ্যগুলি একত্রিত করা সম্ভব হয়ে উঠত না ।সুতরাং ,তাদের কেউ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে পরিবারের সদস্য ও পিতা মাতাকে ধন্যবাদ জানাই যারা এই গবেষণাটি করতে মনোবল, অর্থ ও সহযোগিতা দান করেছেন। এনাদের

প্রত্যেকের সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণাটি রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না।

মৌমিতা পাল

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, মুরাদপুর গ্রামের পণ প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি বিষয়ে যে গবেষণাটি উপস্থাপন করছি তা সমাজতত্ত্বের স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার একটি আংশিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করার জন্য, যা আমি মহাশয় ড: হাসিবুল রহমান এর অধীনে সম্পন্ন করেছি। এর সাথে আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে এই কাজটি সম্পন্ন মৌলিক এবং এই কাজটি আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে কোথাও ভবিষ্যতে উপস্থাপন করবো না।

আমি এতো দ্বারা জানাচ্ছি যে, এই গবেষণাটি অন্য কোন রূপে, অন্য কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা,অন্য কোন মহাবিদ্যালয়ে প্রকাশ করা হয়নি। এটি সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগতভাবে ক্ষেত্র গবেষণার ওপর নির্ভর করে পর্যালোচনা করা একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফল স্বরূপ।

অধ্যাপকের স্বাক্ষর **(signature of educator)**

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর **(signature of student)**

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা (Introduction):

সামাজিক সমস্যা হল এমন একটি নৈতিবাচক ঘটনা, যা সমাজে বসবাসকারী মানুষকে স্বাভাবিক জীবন যাপনের বাধা সৃষ্টি করে। এটি সামাজিক জীবন যাত্রার বাধা প্রদান করে আবেগীয় ও অর্থনৈতিকভাবে সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত করে।

সামাজিক সমস্যা কম বেশি সকল সমাজেই আছে। ব্যক্তির জীবন এবং পরিবারের জীবনে মানুষের যেমন বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তেমনি সমাজ জীবনেও মানুষকে নানা সামাজিক সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। সামাজিক সমস্যায় মানুষ যেমন পড়তে চায় না, তেমনি সমস্যার পরলে তা থেকে সকলে মুক্তি পেতে চায়। সামাজিক সমস্যা কিন্তু প্রাকৃতিক সমস্যা শারীরিক সমস্যা ইত্যাদি থেকে আলাদা। সামাজিক সমস্যা জন্ম নেয় নানা কারণে প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ,দৈহিক ,মানসিক, সামাজিক, সংস্কৃতি ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী ,তবে একটিমাত্র কারণে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয় না। সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

হর্টন ও লেসনিল বলেছেন যে,

"সামাজিক সমস্যা হল এমন এক সামাজিক অবস্থা যা সমাজের অধিকাংশ লোকের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং সংঘবদ্ধভাবে বা মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।"

বিজ্ঞানী এল কে ফ্রাঙ্ক বলেন,

"সমস্যা বলতে এমন একটি সামাজিক অসুবিধা কিংবা অসংখ্য লোকের অসৎ আচরণকে বোঝায় যাকে শোধরানো কিংবা দূর করা দরকার।"

John.E.Nordskog(1965) বলেন,

"A Social problem means any social situation which attracts the attention of a considerable number of competent observers within a society"

সমাজ বিজ্ঞানী ফুলার ও মায়রস (Richard C.Fuller and Richard R.Myers) তিন ধরনের সামাজিক সমস্যার কথা বলেছেন।

1. প্রাকৃতিক সমস্যা সমূহ (Physical Problems)

2. উন্নতি সাধক সমস্যা সমূহ(Ameliorative Problems)

3. নৈতিক সমস্যা সমূহ (Moral Problems)

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ,ছদ্ম বেকারত্ব, সামাজিক হিংসা, দাঙ্গা, সংঘাত ,অপরাধপ্রবণতা, বিবাহ বিচ্ছেদ, পণপ্রথা, মাদকাসক্তি,জুয়া খেলা ইত্যাদি। এই সমস্ত সামাজিক সমস্যার মধ্যে পণপ্রথা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।

পণ হলো কন্যার বিবাহে পিতামাতার সম্পত্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া, অর্থাৎ বিয়ের সময় পাত্রীর জন্য যা কিছু মূল্যবান সামগ্রী দেয়া হয়, তা পন বা যৌতুক। বর্তমান সমাজের এটি একটি সংস্কার হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উঠে আসে প্রাচীনকালের ব্যাবলনীয় সভ্যতা, গ্রীক সাম্রাজ্য,রোমান সাম্রাজ্য পণপ্রথা বিশেষ বিস্তার ছিল কিন্তু ,ভারতের একাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত পণপ্রথা নেই বললেই চলে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসার কয়েক বছর পর 1793 সালে লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে এসে ভারতের ভূমি প্রথার বিশেষ পরিবর্তন আনেন। তিনিই প্রথম শুরু করেন জমিদারের মৃত্যুর পরবর্তী উত্তরসূরী তার সমস্ত সম্পত্তি তার পুত্র সন্তানরা পাবেন কিন্তু কন্যা সন্তান বর্গ? ফলে কন্যার বিবাহের পর তার স্বামী বা স্বামীর পরিবার তার উপর বিশেষভাবে চাপ, সৃষ্টি করে পিতার সম্পত্তি অল্পস্বল্প ভাগীদার হতে থাকে, এই লোভ আস্তে আস্তে একটি প্রথায় পরিণত হয় এই ভাবেই পণপ্রথার উদ্ভব ঘটে যা এখনো সমাজের লক্ষণীয়।

এই প্রথা সমাজে নানা প্রভাব বিস্তার করে। যেমন-1. এই প্রথা থেকে বাঁচতে বা যাতে তাদের কন্যা সন্তানদের জমির পরিমাণ না দিতে হয়। সেই জন্য মহিলাদের ওপর বিশেষ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয় কন্যা সন্তান না নেওয়ার জন্য।

2.Sex ratio ক্রমশ বাড়তেই থাকে ।পুত্র কন্যা এটাই অনুপাতে বিঘ্ন ঘটে। ভারতের কন্যা সন্তান তুলনায় পুত্রসন্তান 60 মিলিয়ন অধিক তার অন্যতম কারণ এই পণপ্রথা।

3. এই পন প্রথার জন্য বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থা অনেকটা ব্যবসায়ী পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বহু মহিলা এই ঘৃণ্য প্রথার স্বীকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

পণ প্রথা যেমন ব্যক্তি মহলে আলোচ্য বিষয় তেমনি সরকার মহলেও এর বিস্তার প্রভাব রয়েছে। 1961 সালে 1লা জুলাই প্রথম 'Dowry prohibition act চালু করা হয়। এই act- এর IPC বিভিন্ন ধারা রয়েছে - IPC-sec 498/A, IPC-SEC 304/B, IPC-sec 406।

প্রাচীন কাল থেকেই সমাজের প্রচলিত আছে তবে আগেকার দিনে এই প্রথার রুপ ছিল অন্যরকম। পূর্বে বরপক্ষ কন্যাকে নানা রকম অলংকারে সজ্জিত করবার পাশাপাশি কন্যার পিতাকে নগদ অর্থ প্রদান করতে হতো। কিন্তু কাল কমে সেই রীতির উল্টো প্রয়োগ ঘটেছে। এর অভাবে অসংখ্য নারীর জীবন আজ হুমকির মুখোমুখি। পণপ্রথা বিরোধী আইন থাকলেও অনেকেই সে আইন মেনে চলেনা।

1.1 বিষয় নিবাচন (Statement of the Problem):

প্রত্যেক সমাজেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে যাকে আমরা সামাজিক সমস্যা বলে থাকি। যেমন চুরি ডাকাতি,মদ্যপান, বেকারত্ব, সামাজিক দাঙ্গা ,হিংসা, আত্মহত্যা ,পণ প্রথা ইত্যাদি। এইসব সামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে পণ প্রথা হল একটি অন্যতম সমস্যা যা প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কম বেশি বর্তমান ।অনেক সমাজে এই বিষয়টিকে একটি রীতি করে গড়ে তোলা হয়েছে। তাদের কাছে বিয়ের সময় কন্যাকে টাকা-পয়সা, গয়না জিনিসপত্র ,ইত্যাদি নিতেই হয়, এটা কোন অপরাধ নয় বরং কন্যার মূল্য। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পণ না দেওয়ার কারণে নারীদের ওপর নানা রকম নির্যাতন হচ্ছে। কন্যার পরিবারকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে

হয়। যুগ যুগ ধরে এই প্রথা চলে আসছে। তাই বর্তমান সমাজের কথা মাথায় রেখে আমরা আমাদের ক্ষেত্র গবেষণায় বিষয় হিসাবে পণপ্রথা বিষয়টিকে বেছে নিয়েছি।

1.2 পুস্তক পর্যালোচনা (Review of Literature):

'দেনাপাওনা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ থেকে সংকলিত হয়েছে এই গল্পে তৎকালীন হিন্দু সমাজের পণপ্রথা কুসংস্কার কুফল সম্পর্কে জানা যায় এবং পণপ্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস উপলব্ধি করা যায় গল্পটিতে যৌতুক নামক সামাজিক ব্যাধির নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন। যা যৌতুক গ্রহণকারীদের প্রতি ঘৃণা জন্ম দেয়।

অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী তার বিখ্যাত 'ভারতের সামাজিক সমস্যা' বইতে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সমস্যা সঙ্গে পণ প্রথা বিষয়টিকে বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করেছেন।

অনাদি কুমার মহাপাত্র তার কাজ' সামাজিক সমস্যা' তে পন প্রথা এবং তার সম্পর্কিত আইন নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এছাড়াও বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী লেখক প্রমূখ বিভিন্নভাবে পণপ্রথা সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বর্তমান সমাজের পরিচিত নাম পণ প্রথা। ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে বিবাহ নামক সামাজিক প্রক্রিয়াটি সাথে। মান মনুষ্য সমাজে এটি প্রবর্তিত হয়েছিল মানুষের যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য। আবার পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে খুব নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত, বলা যায় পরিবার ও বিবাহ একে অপরের পরিপূরক। বিবাহের প্রকৃতি বিভিন্ন সামাজিক রকম হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য কার্যকারিতা ও গঠন সমাজ ভেদে পরিবর্তন হতে পারে। এক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবাহের উপস্থিত সর্বত্র। আর এই বিবাহ নামটি আগামীর সাথে সাথে কোন প্রথা বা যৌতুক শব্দ আগমন ঘটে। কথা সাংবিধানিক স্বীকৃতি নয় তবুও দেখা যায় কন্যার পিতা-মাতা প্রচুর পরিমাণ কম দান করে। এর কারণে হিসাব সমাজ বিজ্ঞানীগণ মনে রাজপুত্র সম্পত্তির কথা বলা যায়।

যারা বিবাহের পর পণ স্বরুপ যৌতুক দান করেন। ভারতের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের পণ দান ও আইন স্বীকৃত না সমাজে স্বীকৃত ও বহুল প্রচলিত। হিন্দু ধর্মেই নয় খ্রিস্টানদের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতের কেরাল ায় মর্যাদার প্রকাশ্যে লক্ষ্য খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বিবাহে অন দান করে বিবাহে পণ দান করে।(Ahuja,Mukhesh,1996).

আমাদের সমাজে একটি অন্ধকার দিক চিহ্নিত করে। ওমান সমাজের বহু শিক্ষিত পরিবারেও এই প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলার এই পথ। যদি আমাদের সমাজের থেকে কিছুটা বেরিয়ে বহিরাগত সমাজের দিকে চোখ রাখি তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন সমাজে দেখতে পাওয়া যায় সেখানে পণপ্রথা অস্তিত্ব নেই। পাচ্ছি যে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পৌঁছেও আমরা অন্য দশের থেকে কতটা পিছিয়ে। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি দিকে আমরা দিনের পর দিন উন্নতি করলেও আমাদের চিন্তা ভাবনার কোন বিশেষ উন্নতি হয়নি ।এদিকে একজন প্রাচীন মানবের সাথে আমাদের কোন পার্থক্য নেই।(G.R.Madan,1933)

Ram Ahuja তার "Social Problem in India"**নামক গ্রন্থে**"Dowry Death"**সম্পর্কে বলেছেন**"Dowry-death either by way of suicide by a harassed wife or murder by the greedy husband and law have indeed become a curse of great concern for parents,legislators,police, court's and society as a whole"

1.3 গবেষণার উদ্দেশ্য (objectivity of the literature):-

প্রয়োজন ও কার্যগত দিক বিবেচনা করলে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী গবেষণার উদ্দেশ্য বিভিন্ন থাকতে পারে। মুরাদপুর গ্রামের প্রেক্ষাপটে ওই গ্রামের গ্রামবাসীদের পণপ্রথা সম্পর্কে কী ভাবে ?তাদের মানসিকতা কী? তারা সেই সম্পর্কে কতটা সচেতন। এই সব কথা মাথায় রেখে এবং তার ওপরে ভিত্তি করে একটি সামাজিক সমীক্ষা করতে চেয়েছি।

1. প্রথম উদ্দেশ্য ছিল মুরাদপুর গ্রামবাসী পণপ্রথা সম্পর্কে কতটা অবগত তা জানা।

2. তারা নিজেরাই পণপ্রথার শিকার কী না?

3. পণপ্রথার জন্য তাদের ওপর কোনরূপ অত্যাচার হয় কী না?

4. পণ প্রথা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয় কী না?

5. পণপ্রথার জন্যই বাবা-মা কী কন্যা সন্তান জন্ম দিতে চান না?

6. উত্তরদাতা নিজে পণপ্রথা কে সমর্থন করে কিনা?

7 এছাড়াও সবার শেষে আমরা জানতে চেয়েছি, তাদের মতে এই পণপ্রথা কিভাবে দূর করা সম্ভব?

মূলত আমরা interview মধ্য দিয়ে সমাজের ব্যক্তিবর্গের মনোভাব, মানসিকতা ,নৈতিক বোধ ,সামাজিক চেতনা ইত্যাদি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি।

1.4 গবেষণামূলক পদ্ধতিবান (Research Methodology) :-

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী সাম্যানিক সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য আমাদের-কে একটি ক্ষেত্র বা গ্রাম নির্বাচন করতে হয়। এই গ্রাম নির্বাচনের বিষয়টি সাধারণত আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বিন্দুগন করে থাকেন, বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিষয় গুলিকে মাথায় রেখে। এবছর ও ব্যারি ব্যাতিক্রম হয়নি।

ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজটি শুরু করার পূর্বে আমাদের বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা বিন্দুগন সমস্ত বিধি সম্মত উপায়ে সঠিক স্থান নির্বাচনের পূর্বে সংলগ্ন স্থানটিতে পরিদর্শণ করে এবং সকল সমাজতা-ত্বিক দিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গুলোকে মাথায় রেখে। এবছর অর্থাৎ, 2023 সালে 'পূর্ব মেদনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামটিতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায়, আমাদের বিভাগে সকল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা বিন্দুগণ উল্লেখিত অঞ্চলটি মূল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে পাইলট সার্ভে করেছেন।

মুরাদপুর গ্রামে আমাদের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, প্রক্রিয়ার কাজটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে ধরনের পূর্ব পরিকল্পণা করা দরকার এবং যে সকল আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং কোন সময় ও কোথা থেকে আমরা মুরাদপুর গ্রামের দিকে রওনা হবো সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে জ্ঞান হওয়ার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপীকা বিন্দুগণ একটি অনলাইন মিটিং এর আয়োজন

সুতরাং,এক কথায় এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ব্যাক্তিত্ব উত্তরদাতা ছাড়াও অন্যান্য lay man দের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

1.5 অসুবিধা (Limitations):

এটি করার সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই মুখোমুখি সাক্ষাৎকার সময় সাপেক্ষ সময় কম পাওয়ার জন্য অনেক ব্যক্তির উত্তর দিতে সমস্যা হয়েছে।আবার কোন কোন উত্তর দাতা তাদের কাজের সময় নষ্ট করে উত্তর দিতে চাইনি, বিরক্ত হয়েছেন। অনেক বেশি ঘুরতে হয়েছে কলেজের স্টুডেন্ট হওয়ার জন্য আমাদের নিজেদের ফান্ড কালেক্ট করে সমীক্ষা ক্ষেত্রে যেতে হয়েছে। কোন কোন উত্তর দাতা প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে না শুনেই না বুঝে ভুলভাল উত্তর দিয়েছে এবং আমাদের সেই ভুল উত্তর লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। কোন কোন প্রশ্ন উত্তরদাতা এড়িয়ে গিয়েছে উত্তর দিতে চাইনি, মুখোমুখি সাক্ষাৎকার অপরিচিত আবরণ থাকে না।ফলে উত্তরদাতা সাচ্ছন্দ ভাবে উত্তর দিতে ইতস্তত বোধ করেছে। অনেক ঘরে উত্তর না দেওয়ার কারণে অনেক সময় লেগেছে। পাওয়া গেল সব সময় উত্তরদাতাদের পাওয়া যায় না। উত্তরদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর দেয়নি ফলে উত্তর ও প্রত্যাশা অন্যরকম ভাবে পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of Data)

ভূমিকা (Introduction):

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে আমরা হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। ক্ষেত্র সমীক্ষার বিষয় হিসেবে পণ প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি (Dowry as a Social Problem) বিষয়টি নির্বাচন করেছিলাম। কারণ, বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে পণপ্রথা সমাজে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে এর জন্য নারীদের ওপর বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন হচ্ছে এইসব কথা মাথায় রেখে । মুরাদপুর গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে যে সব তথ্য পেয়েছি, কিছু তার মধ্যে কিছু তথ্য ছক ও লেখচিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করবো। তার আগে মুরাদপুর সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেব-

মুরাদপুর গ্রামর সংক্ষিপ্ত বিবরন:	
গ্রামর নাম	মুরাদপুর
গ্রাম পঞ্চায়ত	দিবাকরপুর
ব্লক/মহকুমা	চন্ডীপুর
জলা	পূর্বমদিনীপুর
রাজ্য	পশ্চিমবঙ্গ
পিন	৭২ ১৬২৫
এলাকা	৩৫ ১. ১৮ হক্টর
মাট জনসংখ্যা	৩৭৫৩
পরিবার	৮ ১৩

https://villageinfo.in/west-bengal/purba-medinipur/chandipur/muradpur.html

2011সালে অনুমোদিত তথ্য অনুসারে মুরাদপুর গ্রামটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় হাসচড়া মহকুমারে অবস্থিত। 2009 সালে পরিসংখ্যান অনুসারে দিবাকরপুর হল মুরাদপুর গ্রামের পঞ্চায়েত। গ্রামের মোট ভৌগোলিক আয়তন 351.18 হেক্টর। মোট জনসংখ্যা 3753জন, যার মধ্যে পুরুষ 1901জন এবং মহিলা 1852জন। সাক্ষরতার হার 79.24% যার মধ্যে 81.80% পুরুষ এবং 76.62% মহিলা। মুরাদপুর গ্রামের Pin হলো 721625।

বিবরন	মোট	পুরুষ	মহিলা
মোট জনসংখ্যা	৩৭৫৩	১৯০১	১৮৫২
শিক্ষিত জনসংখ্যা	২৯৭৪	১৫৫৫	১৪১৯
অশিক্ষিত জনসংখ্যা	৭৭৯	৩৪৬	৪৩৩

https://villageinfo.in/west-bengal/purba-medinipur/chandipur/muradpur.html

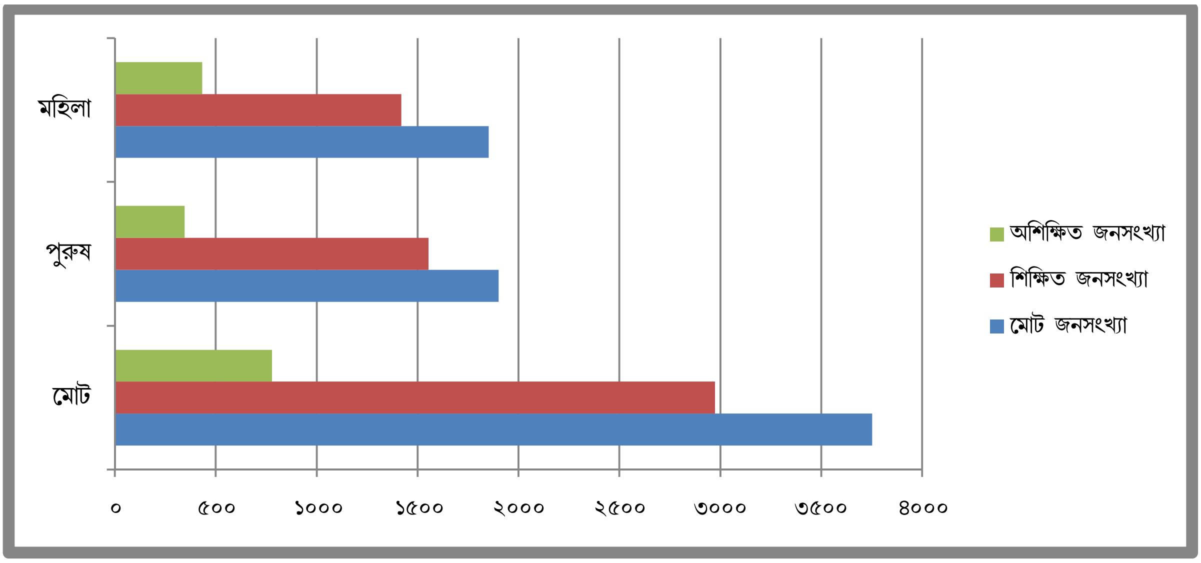

মুরাদপুর গ্রাম প্রেক্ষাপটে কিছু অংশ নিয়ে আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছিলাম উত্তর দাতা হিসাবে আমরা ১০০ জন লোককে নির্বাচন করেছিলাম ।তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে মুরাদপুরে মোট জনসংখ্যা 557জন। উক্ত উপরিউক্ত সারনীতে সেটি ছকের মাধ্যমে দেখিয়েছি।

সারণী -১

উত্তরদাতার সংখ্যা ও তাদের পরিবারে জনসংখ্যা	
উত্তর দাতার সংখ্যা	110
মোট জনসংখ্যা	557

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

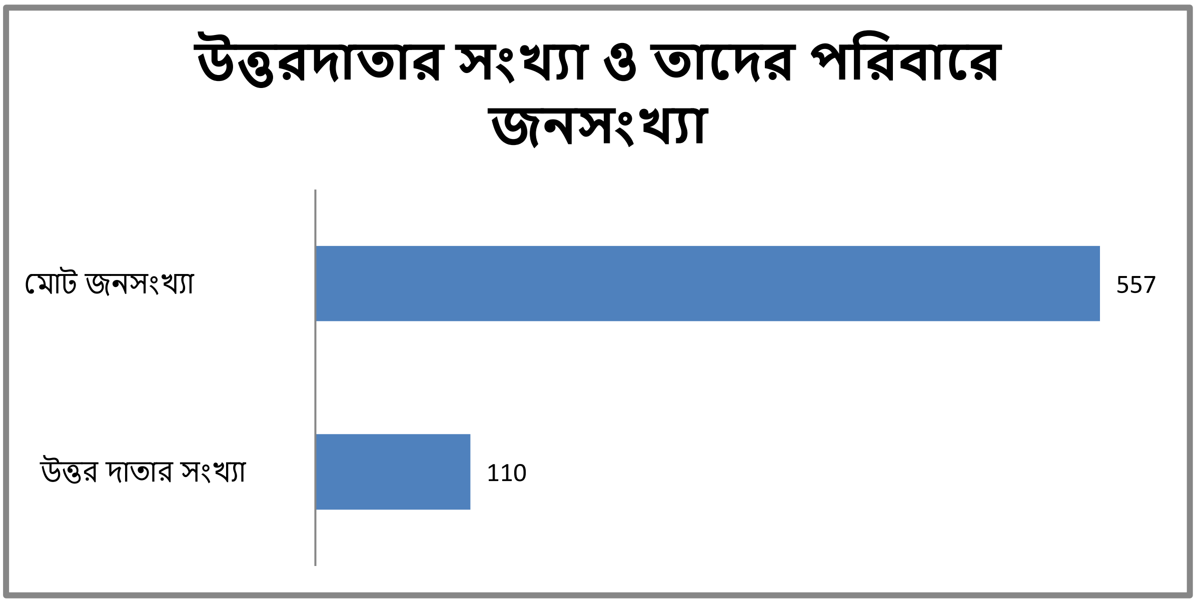

মুরাদপুর গ্রামের প্রেক্ষাপটে কিছু অংশ নিয়ে আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছিলাম। উত্তরদাতা হিসাবে আমরা ১০০ জন লোককে নির্বাচন করেছিলাম। তাদের মধ্যে সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে তাদের পরিবারের মোট জনসংখ্যা ৫৫৭ জন। উপরিউক্ত সারণীতে সেটি ছকের মাধ্যমে দেখিয়েছি।

সারণী -২

উত্তরদাতার বয়স

উত্তরদাতা বয়সের সীমা	উত্তরদাতা সংখ্যা	শতকরা (%)
15-25	15	13.63
26-36	21	19.09
37-47	34	30.9
48-58	25	22.72
59+	15	13.63
মোট	110	100

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

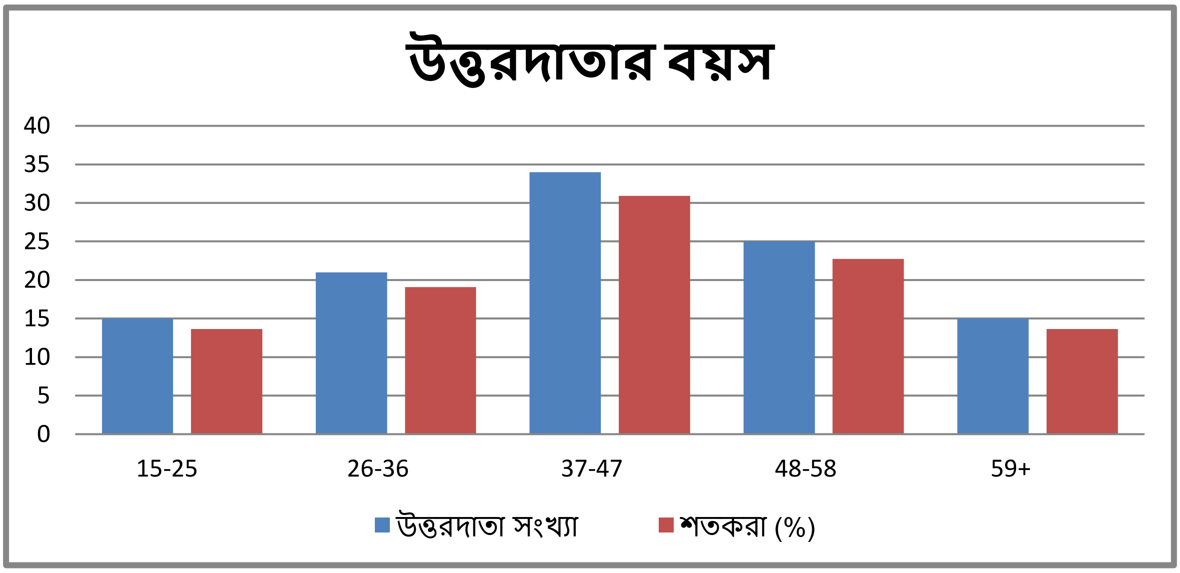

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতার বয়সের ক্ষেত্রে মোট 110(100%)জনের মধ্যে 15-25বছর বয়সের মধ্যে রয়েছে 15জন (13.63%),26-36 বছর বয়সের মধ্যে রয়েছে 21 জন (19.09%),37-47 মানুষের মধ্যে রয়েছে 34 জন (30.90%),48-58 বয়সের মধ্যে রয়েছে 25 জন (22.72) এবং 59+বছর বয়সের ওপরে রয়েছে 15জন (13.63%)।

সারণী -৩

উত্তরদাতার জাতিগত পরিচয়

জাতি	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা(%)
SC	5	4.54
ST	4	3.63
OBC	2	1.81
GEN	99	90
মোট	110	100

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

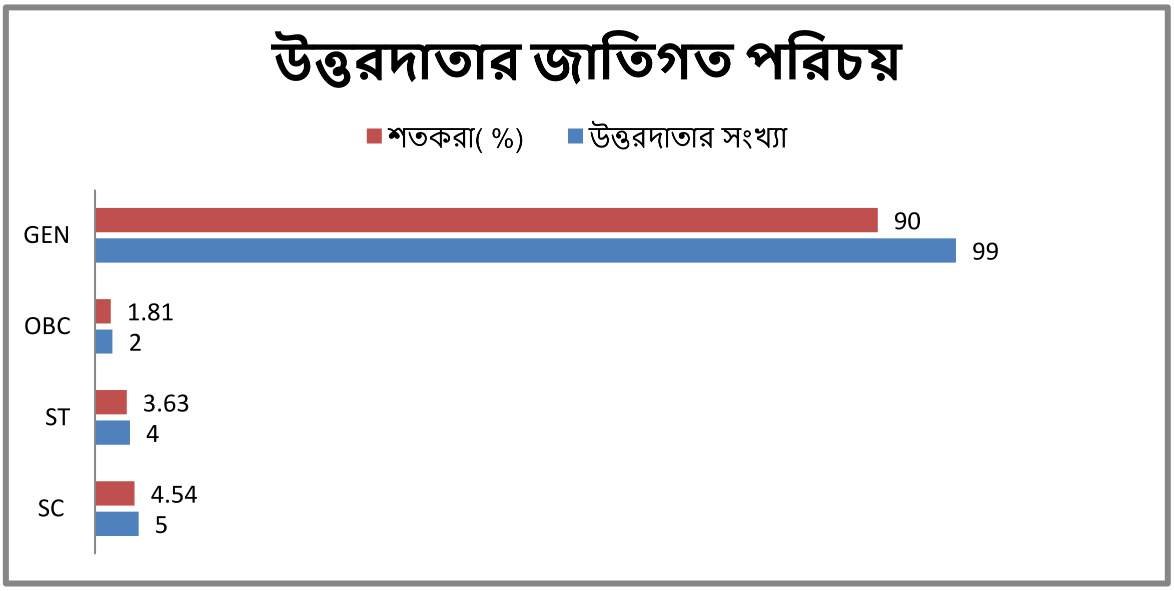

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত সারণী তে উত্তরদাতার জাতির ক্ষেত্রে মোট 110 জন (100%) মধ্যে SC জাতির অন্তর্ভুক্ত 5 জন (4.54%),ST জাতির অন্তর্ভুক্ত 4 জন (3.63),OBC জাতির অন্তর্ভুক্ত 2 জন (1.81%), এবং GEN.জাতির অন্তর্ভুক্ত 99 জন(90%) উত্তরদাতা আমরা পেয়েছি।

সারণী -৪

উত্তরদাতার পরিবারের ধর্ম

ধর্ম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা (%)
হিন্দু	100	90.9
মুসলিম	10	9.09
মোট	110	100

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

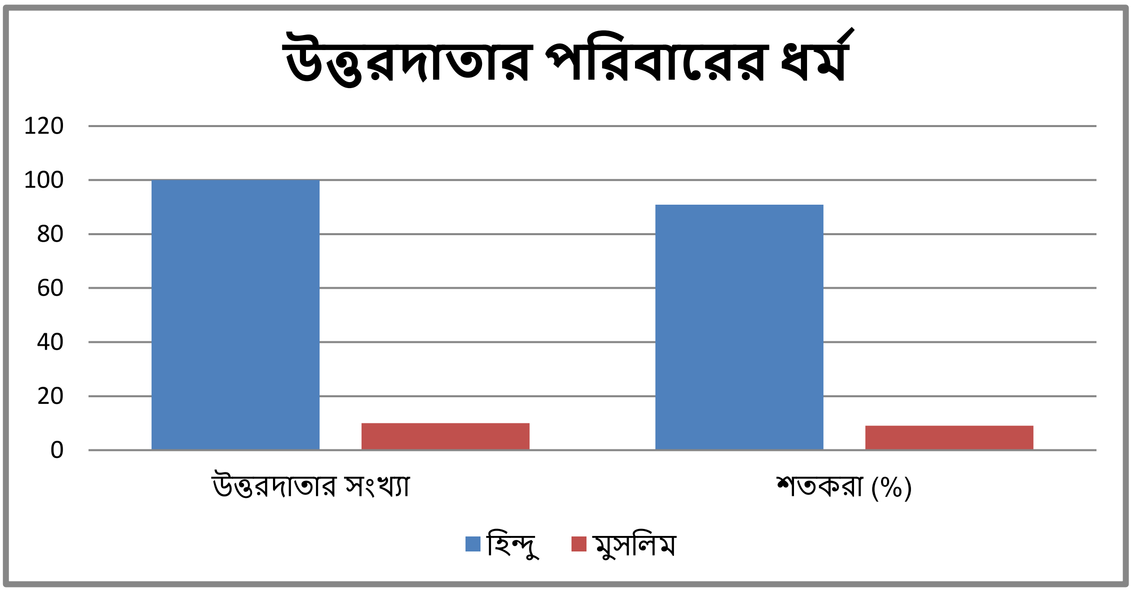

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার পরিবারের ধর্ম ক্ষেত্রে মোট 110 টি(100%) মধ্যে 100 টি(90.90%) পরিবার হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী এবং অন্যান্য 10টি(9.09%)পরিবার মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী।

সারণী -৫

উত্তরদাতার পেশা

পেশা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা (%)
চাকুরি	15	13.6
কৃষিকাজ	42	38.18
দিনমুজুর	20	18.18
ব্যাবসা	16	14.54
অন্যান্য	17	15.45
মোট	110	100

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

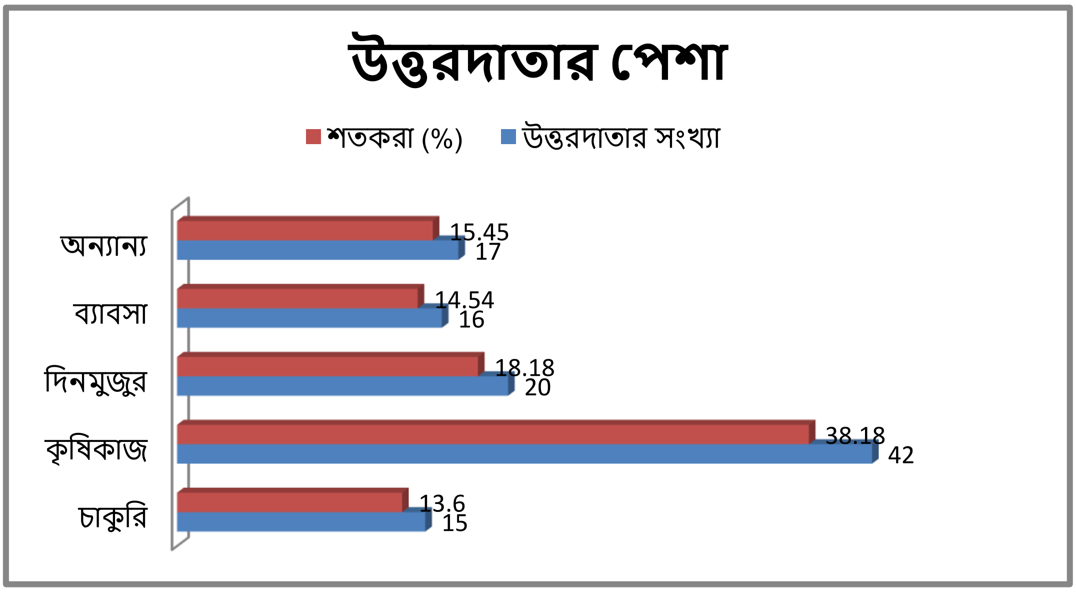

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার পেশার ক্ষেত্রে 110জনের মধ্যে (100%) চাকুরি জীবি 15 জন(13.6%) উত্তর দাতা, কৃষি কাজকরে জীবিকা নির্বাহ করে 42জন(38.18%), দিন মজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে 20 জন(18.18%), ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে 16 জন, অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত আছে 17 জন (15.45)উত্তরদাতা।

সারণী -৬

উত্তরদাতার উপার্জন

উপার্জনের পরিমাণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা (%)
40000-60000	28	25.45
61000-81000	7	6.36
82000-100000	27	24.54
100000+	25	22.72
মোট	110	100

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

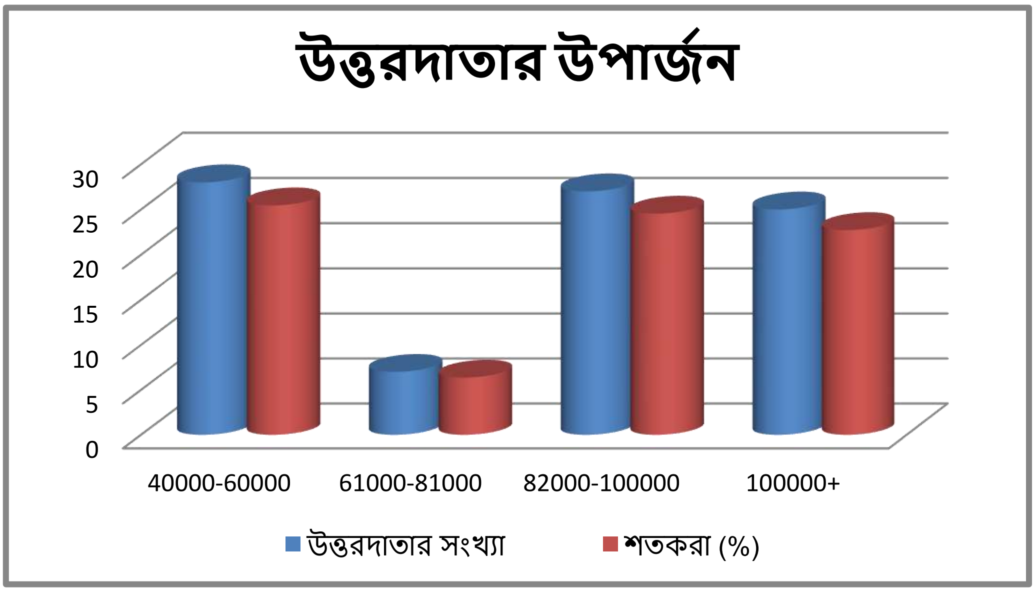

উপরিউক্ত সারণী তে উত্তরদাতা উপার্জনের ক্ষেত্রে 110জন(100%) নমুনার মধ্যে 40000-60000 টাকা আয় করে 28 জন(25.45%),61000-81000 টাকা আয় করে 7 জন (6.36%),82,000-1,00,000 টাকা আয় করে 27 জন(24.54%), এবং 1,00,000 টাকার উপরে উপার্জন করে 25জন(22.72%)।

সারণী -৭

উত্তরদাতার বাড়ির ধরন

বাড়ির ধরন	বাড়ির সংখ্যা	শতকরা (%)
কাঁচা	36	32.72
পাঁকা	70	63.63
সেমি পাঁকা	4	3.63
মোট	110	100

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

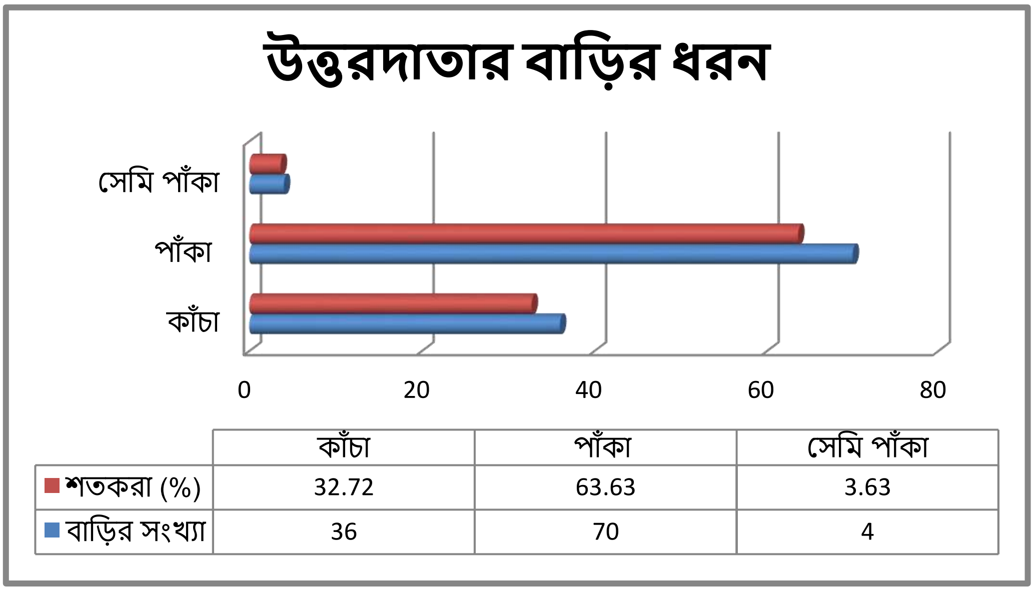

উপরিউক্ত সারণী তে উত্তরদাতা বাড়ীর ধনের ক্ষেত্রে 110 টি বাড়ীর মধ্যে 26 টি বাড়ীর কাচা(32.72%), 60 টি বাড়ীর পাকার (63.63%), এবং 4 টি বাড়ীর সেমি পাকা(3.63%) বাড়ী পেয়েছি।

সারণী-৮

উত্তরদাতার পরিবারের ধরন

পরিবারের ধরন	সংখ্যা	শতকরা(100%)
একক	65	59.09
যৌথ	45	40.9
মোট	110	100

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

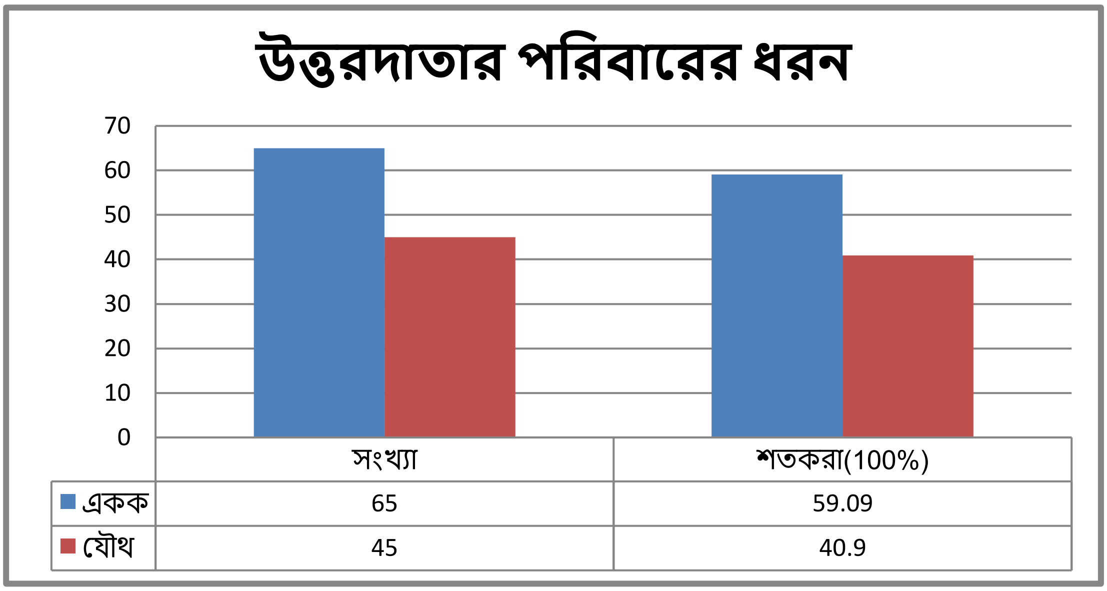

তো সারণিতে উত্তরদাতার পরিবারের ধরণের ক্ষেত্রে ১১০ জনের (100%) পরিবারের মধ্যে 65 টি (59.09%) উত্তরদাতা পরিবার একক,এবং 45(40.90%) টি উত্তরদাতা পরিবার যৌথ।

সারণী -৯

উত্তরদাতার শিক্ষা

শিক্ষার মান	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা(%)
Illiterate	11	10
I - V	30	27.27
V - XI	45	40.9
XI - XII	15	13.6
BA+	9	8.18
মোট	110	100

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

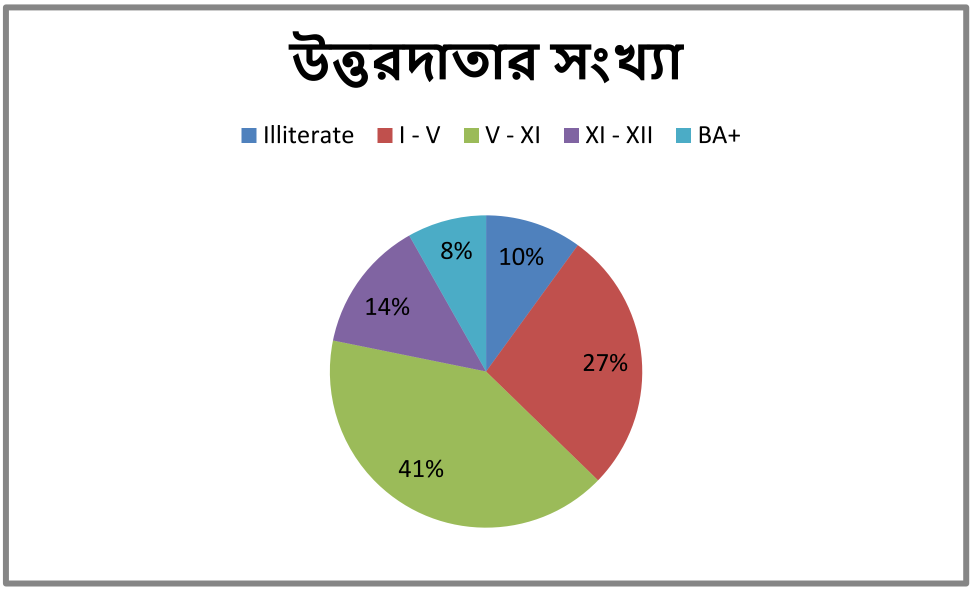

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতা শিক্ষার ক্ষেত্রে মোট 110 জনের (100%) মধ্যে Illiterate উত্তরদাতা পেয়েছি 11(10%) জন,I - V শিক্ষায় শিক্ষিত 30 (27.27%)জন,V - XI শিক্ষায় শিক্ষিত 45(40.90%)জন,XI - XII শিক্ষায় শিক্ষিত 15(13.6%)জন, এবং BA+ শিক্ষায় শিক্ষিত 9(8.18%)জন উত্তরদাতা।

সারণী -১০

উত্তরদাতার যৌতুকের উপ কৌশল

যৌতুকের উপকরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা(%)
গয়না	13	17.81
আসবাব পত্র	19	17.27
যানবাহন	0	0
নগদ টাকা	32	29.09
গৃহপালিত পশু	0	0
কিছু না নেওয়া	46	41.81
মোট	110	100

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

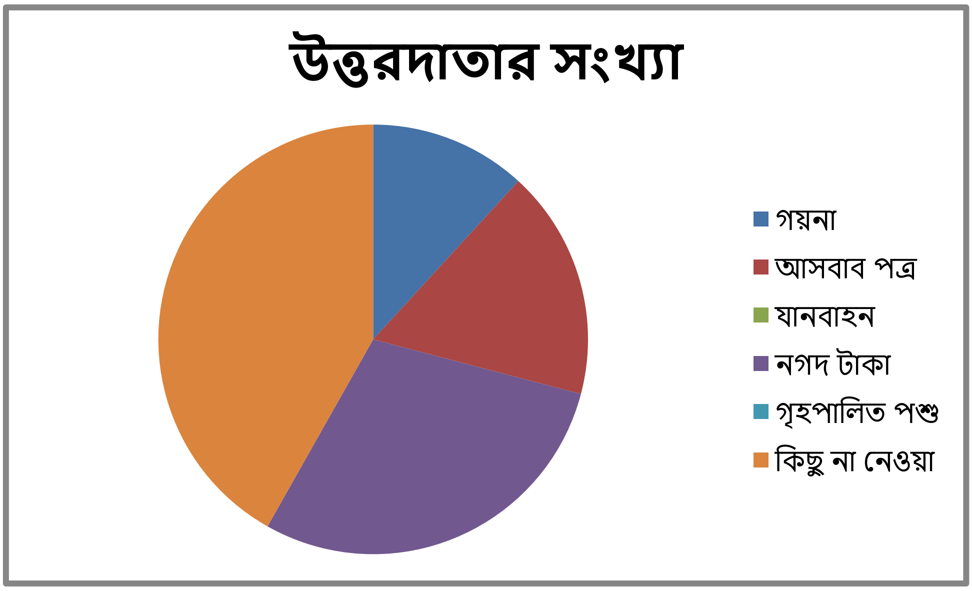

পরি উক্ত সারণিতে উত্তরদাতার যৌতুকের উপ কৌশল এর ক্ষেত্রে ১১০(100%) জনের মধ্যে গয়না যৌতুক হিসাবে নিয়েছে 13(11.81%)জন, আসবাবপত্র যৌতুক হিসেবে নিয়েছে 19(17.27%), জন যানবাহন যৌথ হিসাবে কেউ দেয়নি, নগদ টাকা যৌক্তিক হিসেবে 32(29.09%)জন, গৃহপালিত পশু যৌথ হিসেবে নিয়েছে এমন কোন ব্যক্তি আমরা পায়নি এবং কিছু নেয়নি এইরকম ব্যাক্তি পেয়েছি 46 জন (41.81%)।

সারণী - ১১

উত্তরদাতার বিবাহের বয়স

বয়স সীমা	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা (%)
11-15	14	12.72
16-20	61	55.45
21-25	16	14.54
26+	16	14.54
অবিবাহিত	3	2.72
মোট	110	100

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

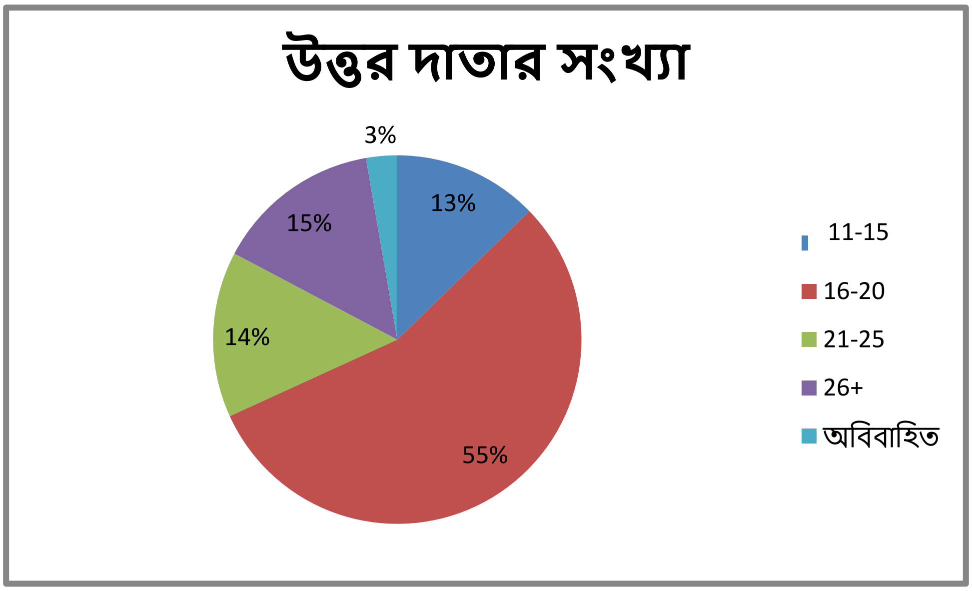

উপরিউক্ত সারণী তে উত্তরদাতার বিবাহের বয়সের ক্ষেত্রে মোট 110(100%) জনের মধ্যে 11-15 বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে করেছেন 14(12.72%) জন,16-20 বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে করেছেন 61(55.45%) জন,21-25 বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে করেছেন 16 (14.54%)জন, 26 বছরের বয়সের উর্ধ্বে বিয়ে করেছেন 16 (14.54%) জন এবং অবিবাহিত উত্তরদাতা রয়েছে 3(2.72%) জন।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবন বৃত্তি (Case Study)

Case- study -1

নাম -মৃত্যুঞ্জয় সাঁতরা

বয়স- 60

লিঙ্গ-পুরুষ (M)

জাতি- general

ধর্ম- হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা-3 pass

পেশা -কৃষিকাজ

বার্ষিক আয় - 60000

চন্ডিপুরের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় সাঁতরা নামক ব্যক্তির বাড়িতে পণপ্রথা বিষয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম মৃত্যুঞ্জয় সাঁতরার পরিবারটি একক পরিবার। মোট সদস্য সংখ্যা দুজন ।তার পরিবারের প্রধান কর্তা তিনি নিজেই । তাদের বাড়িটি কাঁচার এবং তিনি কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত।1993 সালে দেখাশোনা করে তাদের বিয়ে হয় বিয়ের সময় মৃত্যুঞ্জয় বাবু বয়স ছিল 30 বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ছিল 19।তখন ও তিনি কৃষিকাজ করতেন। বিয়ের সময় মৃত্যুঞ্জয়ের বাবুর পরিবারের লোক তা স্ত্রীর পরিবারের লোকের কাছে পণের দাবি করেছিলেন পন সামগ্রী হিসেবে চেয়েছিলেন টাকা ,গয়না ও জিনিসপত্র। সমস্ত গয়না বিয়ের সময় দিয়ে দিলেও, টাকা ও জিনিসপত্র বিয়ের আগে কিছু এবং বিয়ের পরে কিছু দিয়েছেন। তবে তার স্ত্রী সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। বিয়ের পরে পরের জন্য মৃত্যুঞ্জয় বাবুর স্ত্রীকে কোন সমস্যার

করতে হয়নি এবং পরিবারের মধ্যে কেউ কোন রূপ অত্যাচার ও করেনি। তোমার সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণ প্রথাকে সমর্থন করে না এবং এর জন্য তিনি সমাজকেই দাই করে। তিনি মনে করেন পণপ্রথার জন্যই আর্থিক সংকট মোচন হয়। অথচ তিনি বলেছেন তার দুটি কন্যা সন্তান কে 19 বছর বয়সের পর বিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি বিয়ের সময় পণ ও দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন কম দিলে মেয়েরা শশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়। বিয়ের সময় সমস্ত রকম সর্তকতা অবলম্বন করেছেন তিনি। পণ প্রথাসম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন এটি একটি ঘৃনা যুক্ত সামাজিক অভিশাপ এর জন্য বাবা মায়েরা সন্তান মেয়ে সন্তান জন্ম দিতে চায়না মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং পর নেওয়ার কারণে বধূ নির্যাতন বধূ হত্যা ইত্যাদি অত্যাচার গুলি হয়ে থাকে। এর জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আইন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সমাজ থেকে পণপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে জিজ্ঞেস করাতে তিনি কিছু বলতে পারেনি।

Case- study -2

নাম - কাজুল সানকি

বয়স - 45

লিঙ্গ - মহিলা (F)

জাতি - General

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা - 8pass

পেশা - গৃহকর্মী

আয় - নেই

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্ডিপুর এর মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা বিষয়ক ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে।কাজুল সানকি নামক এক মহিলার বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, তাদের পরিবার টি একটি একক পরিবার ।মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন তার পরিবারের প্রধান কর্তা তেনার শ্বশুরমশাই হলেও ,তার স্বামী পরিবারের খরচ ও দেখাশোনা করে তাদের বাড়ি কি পাকার কাজুল সানকি স্বামী চাষবাস করে এবং তাদের পরিবারের বছরে আয় 72000 টাকা।1999 সালে দেখাশোনা করে তাদের বিয়ে হয় বিয়ের সময় কাজুল সানকির বয়স ছিল 13 বছর এবং তার স্বামী বয়স ছিল 25 বছর। বিয়ের সময় তার স্বামীর পরিবারের থেকে কোন পণের দাবি করেনি। বিয়ের পরেও পণ না দেওয়ার জন্য তার স্বামীর বাড়ির লোক কোন অত্যাচারও করেনি ।এবং তার বাবার বাড়ির লোকে ও কেউ কথা শোনায় নি। তার স্বামীর সাথে তার সম্পর্ক ভালো বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণ প্রথাকে সমর্থন করে না। এর জন্য সমাজ সহ ছেলের বাড়ি লোককে দায় করে। তিনি মনে করেন পণ পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে না। এবং পন দিলে মেয়েরা শশুর বাড়িতেও বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় না ।তিনি বলেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে পণ না দেওয়ার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। একটি মেয়ে আছে,

যাকে বিয়ে দেয়ার সময় তিনি কোন রূপ পন দেবেন না এবং 20 বছর বয়সের পরেই সমস্ত রকম সর্তকতা অবলম্বন করে বিবাহ দেবেন। তার মতে সচেতনতা মাধ্যমে সমাজের পণ প্রথা দূর করা যাবে। পণ প্রথা একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ ও একটি জ্বলন্ত বিষয় এর কারণে কোন কোন পরিবারে দারিদ্রতা বাড়ছে ।আবার বহু মহিলা নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। তাই তিনি পণ দেওয়া ও নেওয়া পক্ষে না। এর ফলে বাবা মারা যেমন কন্যা সন্তান জন্ম দিতে চায় না ,আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই পণপ্রথা। পণ প্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পণপ্রথার প্রভাব তেমন নেই তাদের গ্রামে তিনি বলেছেন। সবশেষে যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে পণপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এ বিষয়ে আপনি কিছু পরামর্শ দিন তখন তিনি কিছুই আর বলেননি।

Case- study -3

নাম - মিঠু দাস

বয়স - 25

জাতি - ST

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা - H.S

পেশা - গৃহকর্মী

আয় - নেই

চন্ডিপুরের হাসচড়া মুরাদপুর গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছিলাম তার মধ্যে একজন উত্তরদাতা হলো মিঠু দাস। তার পরিবারটি একটি একক পরিবার এবং তিনজন সদস্য স্বামী-স্ত্রী ও তাদের মেয়ে। তার পরিবারের প্রধান কথা হলেন তার স্বামী পিন্টু দাস। তাদের বাড়িটি কাঁচা। তিনি একজন গৃহকর্মী। বাড়ির কর্তা হলেন তার স্বামী পিন্টু দাস। তিনি চাষবাস করে পরিবার চালান। তার বার্ষিক আয় 72 হাজার টাকা। 2017 সালে দেখাশোনা করে তাদের বিয়ে হয়েছিল বিয়ের সময় উত্তরদাতার বয়স ছিল 19 বছর এবং তার স্বামী বয়স ছিল 25 বছর। তিনি পণ প্রথা সম্পর্কে অবগত আছেন তার বিয়ের সময় ও কম দিতে হয়েছিল পর্ন সামগ্রী হিসেবে জিনিসপত্র দিয়েছিল। তার বাবার বাড়ির লোক যেটা বিয়ের কিছুদিন আগেই দিয়ে দিয়েছিল। তার স্বামীর সাথে তার সম্পর্ক ভালো । বিয়ের পর পনের জন্য কোন সমস্যা হয়নি ।বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণ প্রথাকে সমর্থন করেনা সমাজকেই দাই করে। মনে করেন পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে না। পণ না দিলে মেয়েরা শশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় না এটা ভুল কথা বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু বলেছেন তিনি তার মেয়ে সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার সময় যদি ভালো ছেলে পায় এবং সে যদি পণ চায় তাহলে দেবেন।25 বছর বয়সের পর সমস্ত রকম সর্তকতা অবলম্বন করে বিয়ে দেবেন। যৌতুকবিহীন বিবাহ ব্যবস্থা চালু হলে সমাজ থেকে পণ প্রথা দূর করা যাবে বলে তিনি মনে করেন। পণ প্রথা

একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ ও একটি জ্বলন্ত বিষয় এর কারণে পারিবারিক দরিদ্রতা ,অশিক্ষা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি হয়ে থাকে। তিনি মেয়ের বিয়ের সময় পর্ন দিলেও পণ দেওয়ার বিরোধী। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কন্যা সন্তান জন্ম দিতে চায় না ।আবার জন্ম দিলেও মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায় না। তার মতে সরকার কে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া উচিত। প্রথার প্রভাব হিসেবে তিনি বলেছেন বধূ নির্যাতন বধূ হত্যা প্রভৃতি। সবাই কে বুঝিয়ে সমাজের সচেতনতা সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা সম্ভব বলে তিনি পরামর্শ দান করেছেন।

Case- study -4

নাম - পুতুল দাস

বয়স - 26

লিঙ্গ - মহিলা (F)

জাতি - General

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা - 5pass পেশা - গৃহকর্মী

আয় - নেই

' পণ প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি'বিষয় নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম মুরাদপুর গ্রামে পুতুল দাসের বাড়িতে সেখানে গিয়ে তার পরিবার সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। তার পরিবারটি একক পরিবার। পরিবারের সদস্য সংখ্যা 6 জন, শশুর শাশুড়ি স্বামী স্ত্রী এবং তার দুই মেয়ে। তাদের বাড়িটি সেমি পাকা। তার পরিবারের প্রধানকর্তা তার স্বামী শংকর দাস, তিনি ইট ভাটায় কাজ করেন এবং তাদের পরিবারের বার্ষিক আয় 120000 টাকা।2010 সালে দেখাশোনা করে তাদের বিয়ে হয়েছিল বিয়ের সময় পুতুল দাসের স্বামীর বাড়ির লোক পরিবারে লোকের কাছে কাছে পণ চেয়েছিলেন। পণ সামগ্রিক হিসাবে টাকা জিনিসপত্র চেয়েছিলেন যেটা তাদের বিয়ের পর দিয়ে দিয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালোই ।বিয়ের পর পনের জন্য তার বাবার বাড়িতে কোন সমস্যা হয়নি ।এছাড়াও পণের জন্য সে কোন রূপ শারীরিক ,মানসিক, আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়নি।

তাই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন প্রশ্ন বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রশ্নই ওঠে না। তিনি পনির জন্য তাই করেন ছেলের বাড়ির লোককে বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথা কে সমর্থন করেন না। তিনি আরো মনে করেন পনের প্রথা কারণে পরিবারে আর্থিক সংকট মোচন হয় না। পর্ন দিলে শশুর বাড়িতে মেয়েরা বেশি মর্যাদার অধিকারী

হয় তাই জন্য তিনি তার কন্যা সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার সময় ফোন দেবেন । 18বছর বয়সের পর সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে বিয়ে দেবেন। তার মতে পণপ্রথা একটি ঘৃণা যুক্ত সামাজিক অভিশাপ ও জ্বলন্ত বিষয় কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দরিদ্রতা ইত্যাদি। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে । সমাজের পণপ্রথা দূর করা যাবে সচেতনতা মাধ্যমে তিনি বলেন। পনের জন্য বাবা মা কন্যা সন্তান জন্ম দিতে চায়না এটা ভুল কথা বরং পনের জন্য মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। পণপ্রথার বিরুদ্ধে সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ।পণপ্রথার হবে প্রভাবে নানা সমস্যা সম্মুখীন হয় মহিলারা ও তাদের বাড়ির লোক। সমাজে ব্যক্তিবর্গের সচেতনতা মাধ্যমে সমাজ থেকে পণপ্রথা দূর করা যাবে বলে তিনি পরামর্শ দান করেছেন।

Case- study -5

নাম - মুর্শিদা বিবি

বয়স - 35

লিঙ্গ - মহিলা (F)

জাতি - OBC -A

ধর্ম - মুসলিম

শিক্ষাগত যোগ্যতা - 4th pass

পেশা - গৃহকর্মী

আয় - নেই

সমাজবিদ্যা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা মুরাদপুর গ্রামে 'পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি' বিষয়ক ক্ষেত্র সমীক্ষা জন্য একজন উত্তরদাতা হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম মুর্শিদা বিবিকে। মুর্শিদা বিবি র পরিবারটি একটি যৌথ পরিবার মোট সদস্য সংখ্যা ৭ জন। পরিবারের কর্তা তার শ্বশুরমশাই, শেখ হাসিন । পরিবারের ছেলেরা চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের পরিবারের বার্ষিক আয় 36000 টাকা। তাদের বাড়িটি কাঁচা। 2006 সালে দেখাশোনা করে তাদের বিবাহ হয় বিয়ের সময় তার বয়স ছিল 18বছর এবং তার স্বামীর বয়স ছিল 30বছর। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত কারণ তার বিয়ের সময় পন দিতে হয়েছিল। বন সামগ্রী হিসাবে নগদ টাকা ও জিনিসপত্র চেয়েছিল তার স্বামীর বাড়ির লোকেরা।তার স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। বিয়ের পর পর্ন নিয়ে তার বাবার বাড়িতে কোন সমস্যা হয়নি। পরিবারের মধ্যে তিনি কোন রূপ নির্যাতিত হয়নি। তিনি পণপ্রথার জন্য সমাজকেই দায় করেন বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না তিনি মনে করেন পন প্রথার কারণে পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন হয় এবং পন না দেওয়ার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। পণ দিলেই যে মেয়েরা শশুর বাড়িতে মর্যাদা পায়, এটা ভুল ধারণা বলে মনে করে। ২১ বছর বয়সের পর তিনি তার

মেয়ের সমস্ত রকম সতর্কতা অবলম্বন করে বিয়ে দিতে চান। এতে বিয়েতে তার পণ দেওয়ার কোন ইচ্ছা নেই তবে যদি চায় তাহলে তিনি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তার মতে পণপ্রথা সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব সচেতনতা মাধ্যমে। পণ প্রথা সমাজে ঘৃণাযুক্ত অভিশাপ যার কারণে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অশিক্ষা দারিদ্রতা মহিলাদের ওপর নির্যাতন বধু হত্যা ইত্যাদি হয়ে থাকে। তিনি তার মেয়ের বিয়েতে পণ দিতে চাইলেও তিনি কিন্তু পণ দেওয়া নেওয়ার পক্ষে না। তিনি মনে করেন না যে কেবলমাত্র পণের কারণেই বাবা-মারা কন্যা সন্তান জন্ম দিতে চায় না ও কন্যা সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে সরকারকে আরো কঠোরভাবে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে পণপ্রথার বিরুদ্ধে। পণপ্রথার প্রভাব হিসেবে বলেছে বধূ নির্যাতন ,বধূ হত্যা। পণপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এ বিষয়ে তিনি কোন পরামর্শ দিতে চায় নি।

Case- study -6

নাম :মমতা দাস

বয়স: 53

লিঙ্গ :মহিলা (F)

জাতি: জেনারেল

ধর্ম: হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা: HS পেশা: গৃহকর্মী আয় :নেই

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা মিলে মুরাদপুর গ্রামে 'পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি' বিষয়টি নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে। আমি মমতা দাসের বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং তাকে উত্তরদাতা হিসাবে নির্বাচন করেছিলাম। তাকে প্রশ্ন করতে জানতে পারলাম যে শ্রীমতি মমতা দাস এর পরিবারটি একটি একক। পরিবার সদস্য সংখ্য তিনজন। তাদের বাড়িটি কাচার এবং মমতা দেবী একজন গৃহকর্মী তিনি নিজে কোন আয় করেনা ।বাড়ির প্রধান কর্তা হলেন তার স্বামী দেবব্রত দাস,তিনি শস্য বিক্রি করেন ।তাদের পরিবারের বার্ষিক আয় 60হাজার টাকা।1993 সালে দেখাশোনা করে তাদের বিয়ে হয় বিয়ের সময় মমতা দাসের বয়স ছিল 23 বছর এবং তার স্ত্রী তার স্বামী বয়স ছিল 30 বছর। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত কারণ তেনার বিয়ের সময় তিনি পণ দিয়েছিলেন।পন সামগ্রী হিসেবে তার শশুর বাড়ির লোক চেয়েছিল নগদ পঁচিশ হাজার টাকা, সোনার গয়না এবং আসবাবপত্র। পন দেওয়ার জন্য তার বাবার বাড়িতে কোন রূপ সমস্যা হয়নি ,তার বাবার বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল। তার স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক অতটাও ভালো নয়। পরিবারের মধ্যে প্রতিনিয়ত তিনি শারীরিক নির্যাতিত হয় তার স্বামী মদ খেয়েএসে মারামারি করে। তিনি তার ওপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ স্বরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি এই বাড়ি ছাড়া তার এখন আর কোথাও থাকার জায়গা নেই। যদি সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনে বা পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে, তার স্বামী তাকে

বাড়ি থেকে বের করিয়ে দেবে তখন তাকে রাস্তায় থাকতে হবে তাই। এর থেকে তার মনে খুব কষ্ট হয় এবং এর জন্য তিনি তার ভাগ্যকেই দোষ দেয়। তিনি পণপ্রথার জন্য সমাজকেই দায়ী করেন, পণ প্রথা সমর্থন করেনা বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে ।তিনি বলেছেন কোন দিলেও মেয়েরা শশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় না, হ্যাঁ তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পর নেয়া দেওয়ার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে। তিনি তার মেয়ে সন্তানকে বিয়ের সময় যদি পণ চাই তাহলে দিতে চায়, কারণ তিনি চান না যে পর্নের জন্য তার মেয়েকে কোন রূপ অত্যাচার করা হোক।22-23 বছর বয়সের মধ্যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে বিয়ে দিতে চান। তার মতে যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে সমাজের পণপ্রথা দূর করা যাবে এটি একটি ঘৃণা যুক্ত সামাজিক অভিশাপ ও জলন্ত বিষয়।তিনি পর্ন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে না। তবে হ্যাঁ পণের জন্য অনেক বাবা মা মেয়ে সন্তান জন্ম দিতে চায়না। পণপ্রথার বিরুদ্ধে সরকারকে কঠিন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পণ প্রথার প্রভাব হিসেবে বলেছেন প্রথম বধূ হত্যা বধূ নির্যাতন মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা বাধা দারিদ্রতা ইত্যাদি ।শিক্ষার মান ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করার পরামর্শ দান করেছেন তিনি।

Case- study -7

নাম নীলিমা মাইতি

বয়স-40

লিঙ্গ -মহিলা (F)

জাতি- জেনারেল

ধর্ম- হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা- 5pass পেশা- গৃহকর্মী

আয় -নেই

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা বিষয়ক ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে নীলিমা মাইতি বাড়িতে গিয়েছিলাম। এ প্রশ্ন করে জানতে পেরেছি। যে শ্রীমতি নীলিমা মাইতির পরিবারটি একটি একক পরিবার এবং তার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচজন যার মধ্যে দুজন মেয়ে এবং তিনজন ছেলে।তাদের বাড়িতে পাঁকা র। নীলিমা দেবী একজন গৃহকর্মী তার নিজস্ব কোন আই নেই। তার পরিবারের প্রধানকর্তা বিভাস মাইটি তার স্বামী, তিনি একটি কোম্পানির আন্ডারে কাজ করেন। তার বার্ষিক আর ৬০ হাজার টাকা। ২০০২ সালে দেখাশোনা করে তাদের বিবাহ হয়েছিল বিবাহের সময় নীলিমা দেবীর বয়স ছিল। ১৯ বছর এবং তার স্বামীর বয়স ছিল 30 বছর। তিনি পণ প্রথা সম্পর্কে অবগত কারণ তার বিয়ের সময় পন দিতে হয়েছিল পর্ন সামগ্রী হিসেবে চেয়েছিলেন নগদ টাকা। তারস্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালোই । পর্ন দেওয়ার জন্য বিয়ের পর তার বাবার বাড়িতে কোন সমস্যা হয়নি এবং বিয়ের পর তিনি কোন রূপ অত্যাচারিত হয়নি।তাই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন প্রশ্ন বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রশ্নই ওঠে না। তিনি পনের জন্য দায়ী করেন ছেলের বাড়ির লোককে। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথা কে সমর্থন করেন না। তিনি আরো মনে করেন পনের প্রথা কারণে পরিবারে আর্থিক সংকট মোচন হয় না। পর্ন দিলে শশুর বাড়িতে মেয়েরা বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় তাই জন্য তিনি তার কন্যা সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার সময় পণ দেবেন । 20বছর বয়সের পর সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে বিয়ে দেবেন।

তার মতে পণপ্রথা একটি ঘৃণা যুক্ত সামাজিক অভিশাপ ও জ্বলন্ত বিষয় কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দরিদ্রতা ইত্যাদি। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে । সমাজের পণপ্রথা দূর করা যাবে সচেতনতা মাধ্যমে তিনি বলেন। পনের জন্য বাবা মা কন্যা সন্তান জন্ম দিতে চায়না এটা ভুল কথা বরং পনের জন্য মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। পণপ্রথার বিরুদ্ধে সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ।পণপ্রথার হবে প্রভাবে নানা সমস্যা সম্মুখীন হয় মহিলারা ও তাদের বাড়ির লোক। সমাজে ব্যক্তিবর্গের সচেতনতা মাধ্যমে সমাজ থেকে পণপ্রথা দূর করা যাবে বলে তিনি পরামর্শ দান করেছেন।

Case- study -8

নাম: তুলি সাউ

বয়স: 35

লিঙ্গ :মহিলা (F)

জাতি :SC

ধর্ম :হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা :4th pass পেশা :গৃহকর্মী

আয়:নেই

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা মিলে মুরাদপুরে ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য গিয়েছিলাম। কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় ছিল 'পণ প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি'। এই বিষয়ক প্রশ্ন পত্র নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম তুলি সাউ এর বাড়িতে আনতে পারলাম যে, তুলি সাউ য়ের পরিবারটি একটি একক পরিবার মোট সদস্য সংখ্যা ৫ জন তাদের বাড়িটি পাকার তুলি সাউ একজন গৃহকর্মী তার নিজস্ব কোন আই নেই। তার পরিবারের প্রধান কর্তা তার স্বামী, মিলন সাউ একজন কোম্পানি কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের বার্ষিক আই হলো এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা। 2005 সালে নিজেরা পছন্দ করে বিবাহ করেন বিবাহের সময় তুলি দেবীর বয়স ছিল ১৮ বছর এবং তার স্বামীর বয়স ছিল ২৫ বছর। পণ প্রথা সম্পর্কে অবগত,তবে তার বিয়ের সময় কোন রূপ পণ দেওয়া হয়নি। তার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক খুব ভালো। বিয়ের পর পনের জন্য কোন সমস্যা হয়নি ।বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণ প্রথাকে সমর্থন করেনা সমাজকেই দাই করে। মনে করেন পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে না। পণ না দিলে মেয়েরা শশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় না এটা ভুল কথা বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু বলেছেন তিনি তার মেয়ে সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার সময় যদি ভালো ছেলে পায় এবং সে যদি পণ চায় তাহলে দেবেন।25 বছর বয়সের পর সমস্ত রকম সর্তকতা অবলম্বন করে বিয়ে দেবেন। যৌতুকবিহীন বিবাহ ব্যবস্থা চালু হলে সমাজ থেকে পণ প্রথা দূর করা যাবে বলে তিনি মনে করেন। পণ প্রথা একটি ঘৃনাযুক্ত

সামাজিক অভিশাপ ও একটি জ্বলন্ত বিষয় এর কারণে পারিবারিক দরিদ্রতা ,অশিক্ষা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি হয়ে থাকে। তিনি মেয়ের বিয়ের সময় পর্ন দিলেও পণ দেওয়ার বিরোধী। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কন্যা সন্তান জন্ম দিতে চায় না ।আবার জন্ম দিলেও মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায় না। তার মতে সরকার কে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া উচিত। প্রথার প্রভাব হিসেবে তিনি বলেছেন বধূ নির্যাতন বধূ হত্যা প্রভৃতি। সবাই কে বুঝিয়ে সমাজের সচেতনতা সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা সম্ভব বলে তিনি পরামর্শ দান করেছেন।

Case- study -9

নাম: চয়ন মাইতি

বয়স :58

লিঙ্গ :পুরুষ (M)

জাতি: জেনারেল

ধর্ম: হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাস

পেশা: প্রাইভেট কোম্পানি কর্মচারী (এখন অবসরপ্রাপ্ত) আয় : 60000

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে চয়ন মাইতি নাম ক ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, তাদের পরিবারটি একটি একক পরিবার মোট সদস্য সংখ্যা তিনজন বাড়ির প্রধানকর্তা তিনি নিজেই। আগে তিনি একটি প্রাইভেট কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত তাদের পরিবারের বার্ষিক আয় 60000 টাকা। 1999 সালে দেখাশোনার মাধ্যমে তার বিয়ে হয় বিয়ের সময় তার বয়স ছিল 20 বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ছিল18 বছর। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত কিন্তু তিনি তার বিয়ের সময় কোনো রূপর নেয়নি তার স্ত্রী সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। বিয়ের পর তার স্ত্রী ও স্ত্রীয়ের বাড়ির লোক কোন রূপ কোন সমস্যায় পড়েনি। তিনি পণপ্রথার জন্য সমাজকেই দায়ি করের বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পন প্রথা কে সমর্থন করেন না। পণ প্রথা পরিবারের আর্থিক সংকটমোচন করে তবে পন দেওয়ার জন্য যে মেয়েরা শশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হবে এটা ভুল কথা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পণের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে এটা ঠিক। আরো জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেন তিনি তার কন্যা সন্তানকে বিবাহের সময় পণ দেবের না,22 বছর পর সমস্ত রকম সর্তকতা অবলম্বন করে বিবাহ দেবেন। সমাজে পণপ্রথা দূর করা যাবে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তিনি মনে করেন। পণপ্রথা ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ ও জলন্ত বিষয়। এর কারণে অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও শিক্ষা দারিদ্রতা ইত্যাদি

বাড়ছে। তিনি পণ দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে না। তিনি মনে করেন পনের জন্য মহিলাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় । সরকারকে এর বিরুদ্ধে করা আইনি ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তিনি পণপ্রথা বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে চান। পণ প্রথার প্রভাব হিসেবে তিনি বলেছেন বধূ নির্যাতন ,বধু হত্যা ,ইত্যাদি। সমাজের সবাই মিলে আলোচনা করে পণপ্রথা দূর করা যাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সারাংশ এবং উপসংহার (Substance & Conclusion)

এই গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধ টি চারটি অধ্যায়ের মধ্যে সমাপ্ত করেছি। এই চারটি অধ্যায় হল প্রথম অধ্যায় ভূমিকা(Introduction), দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাপ্ততথ্য বিশ্লেষণ(Analyse of Data), তৃতীয় অধ্যায় জীবন বৃত্তি(case-study) এবং চতুর্থ অধ্যায় সারাংশ এবং উপসংহার(Substance and Conclusion)। এর মধ্যে তিনটি অধ্যায় আমরা পূর্বেই আলোচনা করে এসেছি এবং চতুর্থ অধ্যায় টি এখন আলোচনা করব আর আগে আমরা তিনটি অধ্যায় সারাংশ নিম্নে আলোচনা করলাম-

প্রথম অধ্যায় ভূমিকা(Introduction) এই অধ্যায়টিতে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তার মধ্যে প্রথমে হলো সামাজিক সমস্যা কাকে বলে ,তার প্রকারভেদ, উদাহরন, পণ প্রথা কাকে বলে ,কোন প্রথার ইতিহাস প্রভাব ফলাফল এবং আইনি ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি। এর মধ্য দিয়ে জেনেছি যে বিভিন্ন রকম সামাজিক সমস্যার মধ্যে পণপ্রথা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা বা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে এবং বর্তমান সমাজেও তা লক্ষ্যনীয়।যদিও বর্তমান সমাজে পন নেওয়া ও দেওয়া একটি সংস্কার হয়ে দাড়িয়েছে, এর বিভিন্ন প্রভাব , ফলাফল রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে নানা আইন ব্যবস্থা রয়েছে তা সত্ত্বেও এই ঘৃণ্য প্রথা সমাজে রয়ে গেছে। তারপর আমরা আলোচনা করছি কেন এই বিষয়টি বেছে নিয়েছি অর্থাৎ বিষয় নির্বাচন। কোন কোন বইয়ে কোন কোন লেখক পণ সম্পর্কে কী কী বলেছেন তা আমরা পুস্তক পর্যালোচনার মাধ্যমে বলেছি। কী কী উদ্দেশ্যে আমরা এই ক্ষেত্রে গবেষণা করবো সেই অনুযায়ী প্রশ্নতালিকা টিকে সাজিয়েছি তা গবেষণার উদ্দেশ্যে বলেছি। তারপর আমরা লিখেছি যে এই সমীক্ষাটি ঠিক করতে গিয়ে আমরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, অর্থাৎ অসুবিধা এর মধ্য দিয়ে তা আলোচনা করেছি। এবং আমরা প্রথম অধ্যায়ের সবশেষে আলোচনা করেছি গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে। কি কি পদ্ধতিতে আমরা এই গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধটি করেছি এর মধ্য দিয়ে আমরা প্রথম অধ্যায় শেষ করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমে আমরা যে গ্রামে গিয়েছিলাম তার নিয়ে একটি ভূমিকা লিখেছি। তারপর এই গ্রামে যে ক্ষেত্র সমীক্ষা টি করেছি তা থেকে কিছু প্রাপ্ত তথ্য সরণীর মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করেছি ।যেমন উত্তর বয়স, লিঙ্গ , জনসংখ্যা, জাতি ,পেশা , আয়, বাড়ির ধরন ,পরিবারের ধরন ,বিবাহ বয়স,উত্তরদাতা শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং যৌথুকে উপ কৌশল । 110 টি তথ্যের মধ্যে আমরা উত্তরদাতার এই বিষয়গুলিকে সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছি। প্রতিটি সারণি থেকে প্রাপ্ত মানগুলিকে 110 তথ্যের মধ্যে শতকরা করে নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করেছি এবং দ্বিতীয় অধ্যায় শেষে পণপ্রথার জন্য যে কারণ এবং ফলাফল গুলি আমরা পেয়েছি বা উত্তরদাতার আশেপাশে হয়েছে বলে বলেছে সেটিকে নিজের ভাষায় লিখেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম জীবন বৃত্তি (Case-study)।এই অধ্যায় আমরা যে প্রশ্ন তালিকা নির্বাচন করে ক্ষেত্র সমীক্ষা উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে উত্তর সংগ্রহ করে এনেছি। সেই প্রশ্ন তালিকা গুলিকে ধরে এক একটি উত্তর দাতার নাম, লিঙ্গ, জাতি ,ধর্ম ,শিক্ষা ,পেশা, আয় ও সমস্ত প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলিকে নিজের ভাষায় কিভাবে পণপ্রথা জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে তা বিশ্লেষণ করে লেখার চেষ্টা করেছি 9 টি পরিবারের উপর আমরা জীবন বৃত্তি করেছি। একটি কেস স্টাডি সঙ্গে অপরটির কোনো মিল নেই।

উপসংহারে আমরা যে সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছিলাম তার মধ্যে অন্যতম হলো কারন ও ফলাফল। ক্ষেত্র সমীক্ষাটি করে আমরা যে কারণগুলি পেয়েছি সেই সব কারণের জন্য কিছুটা হলেও পণপ্রথা এখনো রয়েছে। শুধু তাই নয় পণপ্রথারে যে কুপ্রভাব দেখা যায়, এই কারণে দেখা যায়। "পণ হঠাৎ সমাজে খোঁচা"এই স্বর্গীয় স্লোগানটি অনেক প্রচার করা হয়।কিন্তু বাস্তবে তা প্রতিফলনের লক্ষ্য করা যায় না। আমাদেরকে এই প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

উপযুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে পণ প্রথা একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি হওয়া য় এবং সমাজের অনেক গভীরে এর শিকড় প্রোথিত থাকার সমাজ থেকে এটি দূর করা একটি সময় সাপেক্ষ ও জটিল কাজ। একজন

অনুসন্ধানকারী হিসাবে আমি যে অনুসন্ধান করে, যে নিম্নলিখিত উপায় গুলি পেয়েছি তাও অবলম্বন করা উচিত সেগুলি হল-

1. শিক্ষার প্রসার ঘটানো। 2. যৌতুক বিহীন বিবাহ।

3. গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রচার।

4. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

5. পণপ্রথার বিরুদ্ধে করা আইনি ব্যবস্থা।

6. যৌতুক প্রদানের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা।

7. পণ প্রথা সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মীয় আখ্যা বন্ধ করা।

8. জনমত গঠন করা।

9. বিভিন্ন নারী সংগঠন গুলিকে এগিয়ে এসে সচেতনতার মাধ্যমে সমাজ থেকে পণপ্রথা দূর করেন মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে আমাদের সমাজ সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে আজ অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বর্তমান সমাজে অতীতের অনুবর্তন বিদ্যয়মান ।দুটি ব্যক্তি ও তার পরিবারের শুভ পরিণয় মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠার পূর্বেই শুরু হয়ে যায় দেনা পাওনার বিষয়। তার ওপরে ভিত্তি করে বধুর মর্যাদা।

পণ প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি এটি সর্বজন ব্যধিত এবং এই গ্রামে গবেষণা করতে এসে আমি জ্ঞাত হয়েছি যে পণ প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি ।এই ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের কে সচেতন হতে হবে। শুধু আমাদেরকে সচেতন হলে হবে না তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠন, ক্লাব, সভা, সমিতি, মহিলা সমিতি সংগঠন এবং সর্বোপরি সরকার ,পঞ্চায়েত ,জেলা পরিষদ এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদেরও এগিয়ে এসে সচেতনতা শিবির তৈরি করতে হবে। যাতে মানুষ পণ প্রথার খারাপ দিকগুলি জানতে পারে এবং পণপ্রথার খারাপ দিক গুলি কিভাবে মানুষের জীবন নষ্ট করে দেয় সে সম্পর্কে অবগত হতে পারে। সুতরাং, এক কথায় বলা যায় সমাজ কে রক্ষা করতে হলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে এবং এই সচেতনতা তৈরীর জন্য বিভিন্ন সংগঠন গুলিকে স্বইচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে।

GPS Map Camera
Dibakarpur, West Bengal, India
Unnamed Road, Dibakarpur, West Bengal 721625, India
Lat 22.088849°
Long 87.903291°
12/02/23 08:54 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Nankar Chak, West Bengal, India
3WH2+W5C, Nankar Chak, West Bengal 721625, India
Lat 22.080264°
Long 87.901758°
12/02/23 09:30 AM GMT +05:30
Google

মুরাদপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র
GPS Map Camera
Purba Medinipur,WB,India
Chandipur, Purba Medinipur, 721625, WB, India
Lat 22.077379, Long 87.901668
02/12/2023 08:05 GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

GPS Map Camera
Dibakarpur, West Bengal, India
Unnamed Road, Dibakarpur, West Bengal
721625, India
Lat 22.088849°
Long 87.903291°
12/02/23 08:55 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WH3+96X, Muradpur, West Bengal 721625, India
Lat 22.078524°
Long 87.902914°
13/02/23 10:12 AM GMT +05:30
Google

সহায়ক গ্রন্থ পঞ্জিকা (Reference)

1. Ahuja,M.,1996: 'Windosn' Naw Age, New Delhi.

2. Ahuja,R.,1996: 'Sociological Criminology ' New Age, New Delhi.

3. Ahuja, R.,1997: 'Social problem in India' Rawat publication, Jaipur.

4. ড. অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী, 2018: 'সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্ব'

চ্যাটার্জি পাবলিকেশন, কলকাতা .

5. Kaji Abdul,H.,2003: 'যৌতুক' বাংলা উইকিপিডিয়া, ঢাকা.

6.http://www.eboou.edu.bd

7. https://bongquotes.com

8. www.aponzepodrika.com

9.https://bn.m.wikipedia.org

10 https://www.bishleshon.com

11. https://www.womanpowepkb.com

12.https://www.gazionlieschool.com

13. https://www.unicef.org/wash/menstrua l-hygiene

14. https://www.teachmint.com

15. http://weblibnet.blacal.org

HALDIA GOVERNMENT COLLEGE
হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়
সমাজবিদ্যা বিভাগ
প্রশ্নতালিকা (Schedule)
বিষয় : পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি
[Dowry as a Social Problem]

---

১) নাম :

২) বয়স :

৩) জাতি :

৪) ধর্ম :

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৬) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :

৭) পরিবারের প্রধান কর্তা :

৪) পরিবারের বার্ষিক আয় :

৯) বাড়ি : ১) কাঁচা ☐

২) পাকা ☐

১০) পেশা :

১১) পরিবারের ধরণ : ১) যৌথ ☐

২) একক ☐

১২) আপনার কত সালে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৩) আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৪) আপনার স্বামী / স্ত্রীর বিয়ের সময় কত বছর বয়স ছিল ?

➡

১৫) পনপ্রথা সম্পর্কে আপনি কি অবগত :

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

১৬) আপনার বিয়েতে কি পন দিতে হয়েছিল ? যদি হয় তাহলে কি কি ?

➡

➡

১৭) আপনার বাবার বাড়ির লোকেরা কি ভাবে পন দিয়েছিল ?

১) নগত টাকা ☐

২) জিনিসপত্র ☐

৩) উভয়ই ☐

১৮) আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কি রকম ?

➡

১৯) বিয়ের পর পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

২০) পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তবে কি রকম সমস্যা হয়েছিল ?

➡

➡

২১) পরিবারের মধ্যে আপনি যে অত্যাচারিত হচ্ছেন তার ধরনবলী কীরকম ?

৩) শারিরিক ☐

২) মানসিক ☐

৩) উভয়ই ☐

২২) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে কারা করেছিল ?

➡

২৩) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ স্বরুপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তাহলে কি রকম ?

➡

➡

২৪) পনের জন্য এখনো কি আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

➡

২৫) আপনার মতে পনপ্রথার জন্য কারা দায়ী ?

➡

২৬) বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পনপ্রথাকে সমর্থন করেন ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৭) আপনার কি মনে হয় পনপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৮) পন দিলে কি মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৯) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বাড়ছে ?

১)হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

৩০) আপনার মেয়ে সন্তান হলে আপনি কি পন দেবেন?

১)হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩১) আপনার মেয়ের বিয়ে কত বছর বয়সে দেবেন ?

➡

৩২) আপনার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৩) কি ভাবে সমাজে পনপ্রথা দূর করা যাবে ?

১) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ☐

২) জনমত গঠনের মাধ্যমে ☐

৩) যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে ☐

৪) সচেতনতার মাধ্যমে ☐

৩৪) আপনার মতে পনপ্রথা কি একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৫)পনপ্রথা কি একটি জলন্ত বিষয় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৬) আপনি কি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পনপ্রথার একমাত্র কারন ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৭) আপনি কি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৮) আপনি কি মনে করেন পনপ্রথার জন্য বাবা/মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৯) পনপ্রথা কি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪০) সরকারের কি পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা নেওয়া উচিত ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪১) আপনি বিয়ের সময় 'পন নয়' বিষয়টিকে তরান্বিত করতে চান ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪২) পনপ্রথার প্রভাব গুলি কি কি ?

১) বধূ নির্যাতন ☐

২) বধূ হত্যা ☐

৩) অন্যান্য ☐

৪৩) পনপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি হতে পারে ?

➡

____

সমীক্ষকের স্বাক্ষর